ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী • ২০১৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর • ১৪২১ শ্রাবণ-আশ্বিন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

পিকেএসএফ

তথ্য সাময়িকী

সূচিপত্র

FEDEC প্রকল্পের সফল সমাপন	১-২
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন	৩-৪
পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৪	৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	৫
কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-এর কার্যক্রম	৬
সংযোগ-ভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহকে নিয়ে বিশেষ কর্মশালা	৭
ইউপিপি-উজ্জীবিত	৭
DIISP কার্যক্রম	৮
পিকেএসএফ ও আইএনএম-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর	৮
পরিচালনা পর্ষদের সভা	৮
গবেষণা: ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র খানার চরম দারিদ্র্যাবস্থা হতে প্রাগ্রসরতা	৮
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৯-১০
কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ কর্মশালা	১০
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১১
সেমিনার	১২

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন

ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩

৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯

ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪

ই-মেইল : pksf@pksf-bd.org

ওয়েব : www.pksf-bd.org

FEDEC প্রকল্পের সফল সমাপন

পিকেএসএফ এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্প পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। প্রকল্পটির নামকরণ থেকে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার পাশাপাশি উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমন সবক্ষেত্রে পিকেএসএফ বরাবরই আগ্রহী। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে FEDEC প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। ৬ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। FEDEC প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল, টেকসই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যাতে স্থায়ীভাবে বের হয়ে আসতে পারে সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করেছে। ক্ষেত্র তিনটি হল- ১) ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম ২) প্রাতিষ্ঠানিক সমতা বৃদ্ধি (পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে) ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সমতা বৃদ্ধি এবং ৩) সম্ভাবনাময় ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প। পরবর্তীকালে, Business Development Services (BDS)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসাগুচ্ছ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমূহে সহায়তা প্রদান করা হয়।

মোট ১৫৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে FEDEC প্রকল্পের বিভিন্ন ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই সহযোগী সংস্থাগুলোর বিস্তৃতি দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে পুরো দেশকেই FEDEC প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত FEDEC প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা গত ২৭ আগস্ট ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের অর্জন, ফলাফল এবং শিক্ষণ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে এই সমাপনী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গত ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এই কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সচিব ড. এম আসলাম আলম কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিমও বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রায় ৪০০ কর্মকর্তা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে FEDEC প্রকল্পের অর্জন, প্রভাব এবং শিক্ষণ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন প্রকল্পের নিরপেক্ষ অধিপরামর্শক জনাব মাহবুবুল ইসলাম খান। জনাব খান ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণে এই প্রকল্পের প্রভাব তুলে ধরেন। দেশের ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতের বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে FEDEC প্রকল্পের শিক্ষণসমূহ বিশেষ সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন। উল্লেখ্য, FEDEC প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতের বিকাশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে প্রকল্পভুক্ত উদ্যোক্তাদের উদ্যোগসমূহ বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রকল্পটি ৩.৫১ লক্ষ মানুষের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদেরকে ১৫,৫০০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। দেশের প্রায় ৬.০ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এ প্রকল্পের মাধমে আর্থিক ও নানাবিধ কারিগরি সহায়তা পেয়েছে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি উপ-খাতভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করার ফলে প্রকল্পটি ক্ষুদ্র-উদ্যোগ সম্প্রসারণে বিশেষভাবে সফল হয়েছে বলে সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাগণ তাঁদের অভিমত জানান।

প্রকল্পের অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর কান্ট্রি প্রোগ্রাম অফিসার Mr. Nicolas Syed ইফাদের পক্ষে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন। তিনি সফলভাবে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শেষ করার জন্য পিকেএসএফ-কে ইফাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতে এমন সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রম শুরু করার পটভূমি তুলে ধরে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের জানান যে, FEDEC প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রমের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতের সম্প্রসারণে পিকেএসএফ-এর প্রয়াসে FEDEC প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে FEDEC প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড উল্লেখ করে এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্টদেরকে ধন্যবাদ জানান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন, ইফাদের অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত Microfinance for Marginal and Small Farmers (MFMSF) Project শীর্ষক একটি প্রকল্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেজারি বিভাগের Development Impact Honor Award অর্জন করেছে। FEDEC প্রকল্পটিও একটি উচ্চমানের প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ কর্মশালায় জানান, এ প্রকল্পটির মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রথমবারের মত ব্যবসাগুচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপ-খাতভিত্তিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে। আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পিকেএসএফ দেশে প্রায় এক হাজার ব্যবসাগুচ্ছের তথ্যসম্বলিত একটি মানচিত্র তৈরি করেছে। পিকেএসএফ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করবে, যা দেশের গ্রামীণ শিল্পায়নের ভিত তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি বেশ সফল বলে মন্তব্য করেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সম্মানিত সচিব ড. আসলাম আলম। তবে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের নিকট হতে তথ্যের প্রাপ্যতা আরো পর্যাপ্ত হলে এ প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব অধিক দৃশ্যমান হত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

কর্মশালার প্রধান অতিথি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান FEDEC প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্যে পিকেএসএফ ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাদের প্রশংসা করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রকল্পটি সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, যা দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিতকরণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে, FEDEC প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন তারই ইঙ্গিত বহন করছে। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) বাংলাদেশের উন্নয়নে এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

FEDEC প্রকল্পের প্রভাব বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে লক্ষ করা যায়। প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণের ফলে নির্বাচিত ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের বিক্রয় ও মুনাফা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ঋণ সহায়তার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি সেবা উদ্যোক্তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। এক্ষেত্রে উৎপাদনভিত্তিক ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতের বিকাশ উল্লেখযোগ্য। ২০০৪ সালের মে মাসে পরিচালিত চূড়ান্ত জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, ৯৯ শতাংশ sample respondents (নমুনা উত্তরদাতা) তাদের ক্ষুদ্র-উদ্যোগ সম্প্রসারণ করেছে এবং ৫৭ শতাংশ অনুরূপ উত্তরদাতার মতে সহযোগী সংস্থাগুলোর আর্থিক সহায়তার ফলে মূলত এই সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। FEDEC প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন উৎপাদনভিত্তিক ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতসমূহে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার (যেমন-হস্তচালিত তাঁতের পরিবর্তে বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের ব্যবহার) উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এ সকল খাতের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

-মাহবুবুল ইসলাম খান

FEDEC : এক নজরে

ইফাদের অনুমোদন	স্বাক্ষর	কার্যকারিতা	মধ্যবর্তী পর্যালোচনা	পরিকল্পিত সমাপ্তি	প্রকৃত সমাপ্তি	পরিকল্পিত ঋণ সমাপনী	প্রকৃত ঋণ সমাপ্তি
১১-১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭	১০ অক্টোবর ২০০৭	৮ জানুয়ারি ২০০৮	১-২০ ডিসেম্বর ২০১০	৩১ মার্চ ২০১৪	৩১ মার্চ ২০১৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ২১-২৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম জেলার ৪টি সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, মহাব্যবস্থাপক তাঁর সাথে ছিলেন।

তিনি ২১ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে সহযোগী সংস্থা **প্রত্যাশী** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বোয়ালখালী উপজেলার চরণদ্বীপ ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির জন্য নিয়োজিত স্বাস্থ্যসেবিকা এবং শিক্ষিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। তিনি একই দিনে বিকেলে সহযোগী সংস্থা ঘাসফুল কর্তৃক হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব মোঃ আবদুল করিম ২২ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙা উপজেলায় **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)**-এর একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। একই দিনে বিকেলে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের কম্পিউটারাইজেশন সংক্রান্ত Central Database Centre এর উদ্বোধন করেন।

তিনি ২৩ আগস্ট, ২০১৪ তারিখ সকালে **মমতা** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চন্দনাইশ উপজেলার বরকল ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

একই দিনে বিকেলে সহযোগী সংস্থা **আইডিএফ** কর্তৃক সাতকানিয়া উপজেলার সাতকানিয়া ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের পূর্বে করাইয়া নগর স্কুল সড়কে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম এবং **আইডিএফ** কর্তৃক আয়োজিত একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্প উদ্বোধন করেন।

বিগত ৫-৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের চট্টগ্রাম জেলাধীন ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা **ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)** পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ আবদুল মতীন, উপ-মহাব্যবস্থাপক, তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। জনাব ফজলুল কাদের সংস্থার সীতাকুণ্ড এলাকায় **সমৃদ্ধি** কার্যক্রম, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিশেষ কার্যক্রম, কুমিরা এলাকায় জেলে সম্প্রদায়ের জীবনমান এবং কাঠগড় এলাকায় বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি সীতাকুণ্ড উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সৈয়দপুর এলাকায় বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে পরিচালিত বিশেষ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে জনাব ফজলুল কাদের সৈয়দপুর শাখার কামারপাড়া সমিতি, কুমিরা জেলে পাড়া সমিতি এবং কাঠগড় শাখার ২ জন সদস্যের বিশেষায়িত ২টি প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি কাঠখড় শাখার রেহেনা আক্তার রাণীর সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। গ্রাম থেকে আগত অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য রাণী এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি কাঠগড় শাখার সদস্য নুর আক্তারের কবুতর খামার পরিদর্শন করেন। নুর আক্তার ও তার স্বামী যৌথভাবে নিজ বাড়ির ছাদে কবুতর পালন করে থাকেন।

বিগত ৭ আগস্ট ২০১৪ তারিখে জনাব ফজলুল কাদের সংস্থার সকল শাখা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিভাগীয় প্রধানগণের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

একই দিনে বিকালে কাঠগড় শাখার মাঠ কর্মকর্তাদের সাথে তিনি আরেকটি মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। জনাব ফজলুল কাদের পিকেএসএফ-এর LIFT প্রকল্পের অর্থায়িত রেডিও সাগরগিরি পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার ফিজিওথেরাপি সেন্টার পরিদর্শন করেন।

বিগত ১৩ - ১৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তিনি কুমিল্লা জেলাধীন **পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার** পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ আবুল কাশেম, উপ-মহাব্যবস্থাপক তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি সংস্থার সুয়াগাজী ও নিমসার শাখার দু'টি ব্যবসাগুচ্ছ, বরুড়া শাখার DIISP কার্যক্রম এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সংস্থার সুয়াগাজী শাখার জগমোহনপুর মহিলা সমিতির ৪ জন সদস্যের গাভী পালন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি **নিমসার বাজার সমিতির** সদস্য সবজি ব্যবসায়ী জনাব অহেদ

আলী এবং বেজবাড়ী-০১ সমিতির সদস্য জনাব নিলুফা বেগমের স্বামী সবজি ব্যবসায়ী জনাব মোঃ ইয়াছিন আলীর ব্যবসা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তারা উভয়ই বিদেশে বিভিন্ন ধরনের সবজি রপ্তানি করে থাকেন। পরিদর্শনকালে জনাব কাদের সংস্থার বরুড়া শাখার DIISP কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে আগত সদস্যগণ জানান, প্রতিদিন ১২-১৫ জন সদস্য বিভিন্ন সমস্যাজনিত কারণে প্যারামেডিক কেন্দ্র হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছেন। উক্ত শাখা হতে ইতোমধ্যে ১৫ জন্য পলিসি হোল্ডারের বীমা দাবি পূরণ করা হয়েছে।

জনাব মোঃ ফজলুল কাদের কুমিল্লা শহরের সুজানগর এলাকায় সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীগণ শারীরিক কসরতসহ গান, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করে। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সংস্থার কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যদের সাথে ঋণ কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

বিগত ১১-১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের কিশোরগঞ্জ জেলাধীন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)**-র ভৈরব এবং নিকলী উপজেলার হাওরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব দিলীপ পাল, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি সংস্থার ভৈরব উপজেলাস্থ **জুতা তৈরি ও বিপণন** শীর্ষক ব্যবসাগুচ্ছ (Business Cluster), জুতা শিল্পের কয়েকজন উদ্যোক্তার সাথে মতবিনিময়, জুতা শিল্পে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসনে প্রকল্প স্কুল এবং স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি সংস্থার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত একটি প্রশিক্ষণে মতবিনিময় করেন এবং **সমৃদ্ধি** প্রকল্পের জন্যে নিয়োগপ্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যসেবিকা ও শিক্ষিকাদের সাথে প্রকল্প বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলাস্থ প্রত্যন্ত হাওর ঘোড়াদিঘা এবং ছাতিরচরে সংস্থা পরিচালিত ভাসমান স্কুল, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও সদস্যদের জন্য স্থাপিত বাজার পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে জনাব ফজলুল কাদের সংস্থার কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, জুতা শিল্পে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তিনি কারখানাসমূহে কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সকলকে উৎসাহী করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে পিকেএসএফ-এর ৪টি সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন করেন। তিনি বিগত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সাভারে অবস্থিত ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা **ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)** এবং ৭-১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যশোরে অবস্থিত ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা **শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন ও রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন** পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংস্থা ৪টির ৩০ জুন ২০১৪ তারিখের ঋণ কর্মসূচির উদ্বৃত্ত পত্রে উপস্থাপিত স্থায়ী সম্পদ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিল হিসাবগুলোর বিষয়ে নিরীক্ষা করেন।

বিগত ১৪-১৬ জুলাই ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব) জনাব আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা **সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)** পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি সাভারে অবস্থিত বেদে পল্লী পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বেদে সম্প্রদায়ের সদস্যের সাথে তাদের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

মতবিনিময় সভায় সংস্থার পক্ষ হতে জানানো হয়, স্কুল ও কলেজে বেদে সম্প্রদায়ের যে সকল সদস্য পড়াশোনা করছে, তাদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি চালু করা হবে। শিক্ষার্থীর মোট বেতনের অর্ধেক সংস্থা বৃত্তি হিসেবে প্রদান করবে। যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাদেরকে ক্ষুদ্রঋণ পরিষেবা প্রদান করা যায় কিনা তাও সংস্থা খতিয়ে দেখবে। এছাড়া, বেদেদের ভোটার নিবন্ধনের কাজ সম্পাদনের বিষয়ে সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৪

আনন্দময় ও উৎসবমুখর পরিবেশে ২৬ অক্টোবর ২০১৪ থেকে শুরু হবে **পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা**। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই মেলা চলবে ১ নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নানা বিষয়ের ওপর মোট ১৪টি সেমিনার অধিবেশন এই মেলার মূল আকর্ষণ। সরকারের উপদেষ্টাসহ ১০ জন মন্ত্রী, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, বেশ কয়েকজন সচিব এবং বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এসকল সেমিনারের বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। দেশব্যাপী উৎপাদিত বৈচিত্র্যময় পণ্যের পসরা সাজিয়ে এ মেলায় অংশগ্রহণ করবে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ, যারা পিকেএসএফ-এর যাবতীয় কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরলসভাবে পিকেএসএফ-এর সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বমোট ১২৫টি স্টল থাকবে এই মেলায়, যার মধ্যে রয়েছে কিছু সরকারি সংস্থা, একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং একটি বিদেশী সংস্থা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত এই **উন্নয়ন মেলা** চলবে। এই মেলা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

মতবিনিময় সভা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মধ্যবর্তী অভিঘাত মূল্যায়নের জন্য ইনস্টিটিউট অব মাইক্রো-ফাইন্যান্স (আইএনএম) কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার একটি খসড়া প্রতিবেদন গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর নিকট উপস্থাপন করা হয়। রিপোর্টে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাফল্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভার মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে পিকেএসএফ মিলনায়তনে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ জনাব মোঃ ফজলুল কাদের (কার্যক্রম-১), ড. জসীম উদ্দিন (প্রশাসন ও অর্থ) ও জনাব গোলাম তৌহিদ (কার্যক্রম-২) সহ **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রথম পর্যায়ের ৪৩টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও পিকেএসএফ-এর নির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আইএনএম-এর গবেষণার পর্যবেক্ষণে উঠে আসা বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করে কিভাবে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

কর্মশালা

২৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির 'বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ এবং জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, মহাব্যবস্থাপক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

৮৭টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা কর্মসূচির অগ্রগতি

আরও ১০০টি ইউনিয়নে কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৮৭টি ইউনিয়নকে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ৮৭টি ইউনিয়নের ৫.৬৭

লক্ষ খানার মোট জনসংখ্যা ২৬.০৮ লক্ষ। নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে ১৬৭ জন স্বাস্থ্যসহকারী ও ১,১২২ জন স্বাস্থ্যসেবিকার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ১,৭২০ জন শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে ২০টি করে বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্র চলমান রয়েছে এবং কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া গত ৭-১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ২২৫ জন স্বাস্থ্য সহকারীর জন্য ১ দিনব্যাপী মোট ৪টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

শিক্ষা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ১১০টি সংস্থার মাধ্যমে ১৩০টি ইউনিয়নে ১,৪৯৯টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রে ৪০,০৫১ জনকে নিয়মিত পাঠদান করা হচ্ছে।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫টি বহিঃপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য ৭৫৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২টি ট্রেডে ১২টি ব্যাচে মোট ১৮৬ জনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে ২টি ব্যাচে ৩৯ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, যুব উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৬৫৩ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ৪৩টি ইউনিয়নে কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন ১,৬৪৬টি, অগভীর নলকূপ ১,৩১৬টি, গভীর নলকূপ ৩৫টি, পিএসএফ স্থাপন/মেরামত ৩৫টি, কালভার্ট/সাঁকো নির্মাণ ৭৪৮টি এবং ১.৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও শতভাগ স্যানিটেশন-এর আওতায় ৪৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ১১টি ইউনিয়নে ১৩,২০৫টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই ১১টি ইউনিয়নকে শতভাগ স্যানিটেশন সুবিধাসমৃদ্ধ ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৮,৩৮১টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ২৬,২১৬টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রথম পর্যায়ের ২১টি ইউনিয়নে ১৬৭টি **সমৃদ্ধি** কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ভার্মি কম্পোস্ট কার্যক্রম

ভার্মি কম্পোস্ট কার্যক্রমের আওতায় ৩৯টি সহযোগী সংস্থায় ৯২৭টি ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন

এছাড়া **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ৫ জন করে মোট ২১২ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জুলাই ২০১৪ মাসে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৩.৯০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৫৮৬.৪৩ কোটি টাকা সহযোগী সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ৩৫টি ইউনিয়নে 'বিশেষ সঞ্চয়' কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৮২০ জন সদস্য ৪৯.১৮ লক্ষ টাকা ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় জমা করেছেন।

একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিস্তারিত কর্মকাণ্ড নিয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসে ইংরেজি ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। যার মধ্যে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ফাউণ্ডেশনের সভাপতি খলীকুজ্জমান আহমদ বিশেষভাবে এই প্রকাশনা তত্ত্বাবধান এবং সম্পাদনা করেছেন।

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার সিসিসিপি-এর মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিকেএসএফ-এর উপর ন্যস্ত করেছে। বিশ্বব্যাংক উক্ত প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে। প্রাথমিকভাবে সিসিসিপি-এর জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ ৯৬.২৫ কোটি টাকা (১২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৬ সাল পর্যন্ত। প্রকল্পটি তিনটি প্রধান জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কাজ করছে। এগুলো হচ্ছে: লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা আক্রান্ত এলাকা।

মাঠ পর্যায়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন

বর্তমানে ১৫টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪১টি এনজিও'র মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

বর্তমানে এনজিওসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রধানত উপকারভোগী নির্বাচন, বসতভিটা উঁচুকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন, উপকারভোগীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ (যেমন: গবাদি পশুপালন, গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, কাঁকড়া পালন প্রভৃতি), প্রদর্শনী খামার, চর এলাকায় মিষ্টি কুমড়া চাষ, উপকূলীয় অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির জন্য পুকুর পুনঃখনন, খাল পুনঃখনন, বন্যা এলাকায় সংযোগ সড়ক উঁচুকরণ/মেরামত, পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা স্থাপন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (যেমন: উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, কেঁচো সার উৎপাদন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে মুরগি পালন প্রভৃতি) বাস্তবায়ন করছে।

মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি

চলতি ত্রৈমাসিকে সিসিসিপি'র আওতায় এনজিওদের মাধ্যমে ৫৩টি ক্লাস্টারে উপকারভোগীদের বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে এবং ৪৬টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন কর্মকাণ্ডের আওতায় ২১৯৩ জন, কাঁকড়া পালনে ২২৩ জন এবং হাঁস পালন কর্মকাণ্ডের আওতায় ৮৭৭ জন উপকারভোগী কারিগরি সহায়তা পেয়েছে।

৫৬৬ জন উপকারভোগীকে পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়েছে। ২০০ জন উপকারভোগীকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার পদ্ধতি বিতরণ করা হয়েছে এবং ২৫৫ কর্মদিবস কাজের বিনিময়ে অর্থ কর্মসূচির মাধ্যমে রাস্তা সংস্কার/মেরামত করা হয়েছে।

১২০ জন উপকারভোগীকে বসতভিটায় সবজি চাষ ও ৯৪টি প্রদর্শনী খামার করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কর্মশালা: Implementation of Result Based Monitoring (RBM)

বিগত ১৪-১৫ জুলাই ২০১৪ তারিখে Implementation of Result Based Monitoring (RBM) System in CCCP বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ফাউন্ডেশনের আরবিএম ইউনিট-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.কিউ.এম. গোলাম মাওলা, উপ মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী, সহকারী মহাব্যবস্থাপক একেএম নুরুজ্জামান, ব্যবস্থাপক জনাব মশিউর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপক জনাব এ কে এম জহিরুল হক এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের কর্মশালায় প্রকল্পের আরবিএম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

কর্মশালা: Yearly Progress Review and Learning Sharing

বিগত ২৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখে ১১টি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে Yearly Progress Review and Learning Sharing শীর্ষক কর্মশালা

অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, সিসিসিপি। মোট ২২ জন কর্মকর্তা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সকল কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ১৬টি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একই বিষয়ে আরেকটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম কর্মশালার উদ্বোধন করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। ৩২ জন কর্মকর্তা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সকল কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

সংযোগ-ভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহকে নিয়ে বিশেষ কর্মশালা

বিগত ১৬ এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ) কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ২৪টি সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে দিনব্যাপী দু'টি পৃথক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালা দু'টিতে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও PROSPER প্রকল্পের টিম লিডার জনাব এ.কিউ.এম. গোলাম মাওলা সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সংযোগ সেল-এর কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সংযোগ কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, মাঠ পর্যায়ের সমস্যা ও সমাধানে করণীয় এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বরাদ্দ বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উন্নয়ন সহযোগী DFID সংযোগ কর্মসূচির ২০১৪ সালের বার্ষিক পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছে। উক্ত বার্ষিক পর্যালোচনায় এই কর্মসূচি A+ স্কোর অর্জন করেছে। অতিদরিদ্রদের দরিদ্রতা নিরসনে সংযোগ কর্মসূচি একটি কার্যকর দারিদ্র্য বিমোচন মডেল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। DFID চলমান সংযোগ কর্মসূচিতে অর্থায়নের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। বর্ধিত সময়কালের বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংযোগ-ভুক্ত সদস্যদের টেকসই উন্নয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সদস্যদেরকে তিনটি বিশেষ ক্যাটাগরিতে (অতি নাজুক অতিদরিদ্র সদস্য, মধ্যম পর্যায়ের অতিদরিদ্র সদস্য এবং প্রাগ্রসর অতিদরিদ্র সদস্য) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্যাটাগরির সদস্যদের জন্য সেবার ধরনও নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়ন ব্যতিরেকে বিভিন্ন সেবা কিভাবে টেকসই পদ্ধতিতে চলতে পারে সে বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখা হবে।

ইউপিপি-উজ্জীবিত

চলমান অগ্রগতি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন নভেম্বর ২০১৩ থেকে উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito শীর্ষক এই কর্মসূচি বরিশাল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের ১৭২৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের ৩৮টি সহযোগী সংস্থার ৭৬৬টি শাখার মাধ্যমে এই কর্মসূচি বর্তমানে চলমান রয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ৩.৩৫ লক্ষ অতিদরিদ্র সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংগঠিত অতিদরিদ্র সদস্যদের মধ্যে ৯৩৯৮ জন (৮১৫০ জন অতিদরিদ্র এবং ১২৪৮ জন আরইআরএমপি-২) সদস্যকে কৃষিজ (প্রাণি ও মৎস্য সম্পদভিত্তিক) এবং ৬০০ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে অ-কৃষিজ (সেলাই, কারচুপি, বাঁশ-বেত) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত বসতবাড়িতে সবজি চাষের জন্য ১,৪৭,১৩৮ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে মৌসুমভিত্তিক বিনামূল্যে সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

২৮৪ জন অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (ব্রয়লার/লেয়ার পালন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন, কেঁচো সার খামার স্থাপন, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে এই বাস্তবায়ন কর্মসূচির অতিরিক্ত ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের আওতায় খাদ্য, পুষ্টি ও সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মজিরনের আশার ভেলা

মজিরন বেগম পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা জাকস ফাউন্ডেশন-এর জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার আটাপাড়া শাখার কয়া মহিলা সমিতির একজন সদস্য। পঞ্চাশোর্ধ্ব বিধবা মজিরন বেগমের ছিল দুই ছেলে ও এক মেয়ে। কিছুদিন পূর্বে তার বড় ছেলে লিভার ক্যান্সারে মারা যায়। মজিরন বেগম বলেন, 'আগে থেকেই আমি গরু মোটতাজা করতাম। এরপর উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় গরু মোটাতাজাকরণের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এতে আমার খুব লাভ হয়েছে। আমি ৮০০০/-টাকা অনুদান পেয়েছি। অনুদানের টাকার সাথে ব্যক্তিগত পুঁজি খাটিয়ে গরুর ঘর নির্মাণ করেছি'।

মজিরন বেগমের গরুটি বেশ স্বাস্থ্যবান। তিনি এটি বিক্রি করে দু'টি ষাঁড় গরু কেনার ইচ্ছা পোষণ করেন। মজিরন বেগম এখন আরো বড় আকারে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেন।

DIISP কার্যক্রম

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)-এর আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্রবীমা সেবা প্রদান করে আসছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা বা তাদের পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি যেমন– দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ক্ষতি নিরসন ও জীবন-জীবিকার সুরক্ষা প্রদানের জন্য স্বল্প খরচে বীমা সেবা প্রদান এবং সম্পদের সুরক্ষা।

প্রকল্পের আওতাভুক্ত পিকেএসএফ-এর ৪০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সহজ শর্তে দরিদ্র ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বীমা (credit life insurance), স্বাস্থ্যবীমা (hospital cash benefit insurance) ও স্বাস্থ্যসেবা এবং গবাদি পশু (cattle insurance) বীমা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় এযাবত ৪০টি সহযোগী সংস্থার ৩.৫ মিলিয়নেরও অধিক সংখ্যক সদস্য বিভিন্ন প্রকার বীমা সেবা গ্রহণ করেছে এবং এ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ বীমা, স্বাস্থ্যবীমা ও গবাদি পশু বীমার আওতায় ১৮ হাজারেরও অধিক বীমা দাবি পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি এযাবত প্রায় দুই লক্ষ মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রবীমা সেবার প্রয়োজনীয়তা অবহিতকরণ ও এতদসংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্রবীমা সেবার উপর নাটিকা ও তথ্যচিত্র নির্মাণ করে সহযোগী সংস্থাসমূহে বিতরণ করা হয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসে ক্ষুদ্রবীমা কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ৪০টি সহযোগী সংস্থার প্রধান হিসাবরক্ষক, প্রকল্পভুক্ত ২টি শাখার শাখা হিসাবরক্ষক ও শাখা ব্যবস্থাপক এবং সংশ্লিষ্ট এরিয়া/জোনাল ব্যবস্থাপকদের ক্ষুদ্রবীমা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর 'রিফ্রেশার্স ট্রেনিং' প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে 'রিফ্রেশার্স ট্রেনিং' কর্মসূচির আওতায় ৪০টি সহযোগী সংস্থার সর্বমোট ২৪০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পিকেএসএফ ও আইএনএম-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বিগত ৩ জুলাই ২০১৪ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ইনস্টিটিউট অব মাইক্রো-ফাইন্যান্স (আইএনএম)-এর মধ্যে Mid-Term Evaluation of the Effectiveness of ENRICH Programme at the Household level of 21 Unions of Bangladesh শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে পিকেএসএফ-এর পক্ষে জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব), প্রশাসন এবং আইএনএম-এর পক্ষে জনাব কে.এম তারেক, প্রধান (অর্থ ও প্রশাসন) স্বাক্ষর করেন। InM-এর এই মূল্যায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধি-র অভিঘাত বিষয়ে স্বচ্ছতর ধারণা পাওয়া যাবে।

পরিচালনা পর্ষদের সভা

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৯১তম বৈঠক বিগত ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, মিজ. নিহাদ কবির, ড. প্রতিমা পাল মজুমদার এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেটের ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা অক্ষুণ্ন রাখতে পর্ষদ পরামর্শ প্রদান করে। এছাড়া, পিকেএসএফ কর্তৃক একটি পৃথক বীমা প্রতিষ্ঠান কিভাবে গঠন করা যায় সে লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা (Feasibility Study) সম্পাদন করার জন্য পর্ষদ পরামর্শ প্রদান করে।

গবেষণা: ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র খানার চরম দারিদ্র্যাবস্থা হতে প্রাগ্রসরতা

পিকেএসএফ ২০০৪ ও ২০০৬ সাল হতে যথাক্রমে অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (ইউপিপি) এবং দেশের চরম দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ কর্মসূচি (প্রাইম) বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচিভুক্ত অংশগ্রহণকারী খানার প্রাগ্রসরতার প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ এবং প্রাগ্রসর ও অপ্রাগ্রসর খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণের লক্ষ্যে এই গবেষণা জুন ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়। ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, পরিচালক (গবেষণা)-এর নেতৃত্বে গবেষণা টিমের অন্যান্যরা হলেন জনাব কামরুন্নাহার, উপ-ব্যবস্থাপক এবং জনাব মুহাম্মদ সাইদুল হক, উপ-ব্যবস্থাপক।

পিকেএসএফ-এর ইউপিপি ও প্রাইম কর্মসূচিভুক্ত সদস্য খানা থেকে সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত প্রাগ্রসর ও অপ্রাগ্রসর শ্রেণির প্রত্যেকটি থেকে ২২৫টি করে মোট ৯০০টি খানাকে বহু পর্যায়ভিত্তিক স্তরবিন্যস্ত নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ ব্যতীত ৬টি বিভাগের ১১টি জেলা থেকে খানা জরিপ, এফজিডি, কেআইআই এবং মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

অংশগ্রহণকারী খানার প্রাগ্রসরতার অবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে গবেষণাটিতে ৯টি নির্দেশক ব্যবহার করা হয়। এ সকল নির্দেশকের মধ্যে ৪টি অর্থনৈতিক এবং ৫টি সামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট। একটি খানাকে প্রাগ্রসর হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য কমপক্ষে ৩টি আর্থিক নির্দেশককে প্রয়োজনীয় শর্ত এবং ৩টি সামাজিক নির্দেশককে পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সকল নির্দেশকের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত সূচক অনুযায়ী প্রতি বছর গড়ে প্রাগ্রসরতার হার হলো ৬.২২%। এর মধ্যে ৫.৪% খানা ইউপিপি এবং ৭.০ শতাংশ প্রাইম। ইউপিপি খানার তুলনায় প্রাইম খানার উচ্চ প্রাগ্রসরতার হার অর্জনের প্রধান কারণ এই কর্মসূচির সার্বিক অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্য। অপ্রাগ্রসর খানার তুলনায় প্রাগ্রসর খানার উন্নততর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ২০০৮-২০১৩ পর্যন্ত ৮৮ ভাগ প্রাগ্রসর এবং ৬৯ ভাগ অপ্রাগ্রসর খানার উৎপাদনশীল সম্পদ বৃদ্ধি পায়। একইভাবে প্রাগ্রসর খানার গড় মাথাপিছু আয় অপ্রাগ্রসর খানার তুলনায় প্রায় ৪৫% বেশি।

এই গবেষণাটিতে অংশগ্রহণকারী খানার প্রাগ্রসরতা পরিমাপের জন্য আর্থিক ও সামাজিক নির্দেশকের সমন্বয়ে একটি সূচক প্রস্তাব করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গবেষণাটিতে আর্থিক ও সামাজিক নির্দেশকের ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারী খানা চিহ্নিতকরণ, দেশব্যাপী PRIME কর্মসূচির সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যাজনিত মুনাফা সুযোগের সদ্ব্যবহার, ঋণগ্রহীতাদের ঋণ ব্যবহারের সমতার উপর ভিত্তি করে ঋণের সীমা বাড়ানো, উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা, অধিকতর উৎপাদনশীল আর্থিক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান এবং যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে নিজস্ব এবং এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীদের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। সহযোগী সংস্থা নয় এমন প্রতিষ্ঠানের জন্যও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া পিকেএসএফ দেশের বাইরে হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য শিক্ষাসফর/ওরিয়েন্টেশন এবং বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষার্থীদের জন্য 'দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন' বিষয়ক কার্যক্রমের ওপর ইন্টার্ণশীপের ব্যবস্থাও করে থাকে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়কালে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপ।

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ও প্রকল্পসমূহের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়কালে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১২৯৮ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে মোট ৫৭টি ব্যাচে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণসমূহ প্রদান করা হয়েছে:

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের পদবী	ব্যাচের সংখ্যা	মেয়াদ	সহযোগী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	স্থান
উচ্চতর ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৩ দিন	২৪	৪৪	পিকেএসএফ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৩ দিন	১২	২৫	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	প্রধান ও শাখা কার্যালয়ে কর্মরত হিসাবরক্ষক	১০	৩ ও ৪ দিন	৭৮	১৬৯	পিকেএসএফ এবং ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্বাচিত বিভিন্ন স্থান
দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	সহকারী কর্মকর্তা ও মাঠকর্মী	৬	৪ দিন	৬	১৫০	ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ৪টি স্থান
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	সহকারী কর্মকর্তা ও মাঠকর্মী	২২	৫ দিন	১১৪	৫২৪	ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ৮টি স্থান
সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৬	৫ দিন	৬৬	১২৮	ঢাকার নির্বাচিত ১০টি স্থান
এনজিও এবং এমএফআই-দের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৫ দিন	২৫	৪৮	পিকেএসএফ
এনজিও-এমএফআই-এর কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের হিসাবরক্ষক ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক	২	৫ দিন	২৭	৪৩	পিকেএসএফ
প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৫ দিন	২৪	৪৮	আইএনএম
ক্ষুদ্রবীমা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা	৪	২ দিন	৪০	১১৯	পিএমইউকে এবং উদ্দীপন
	মোট	৫৭		মোট	১২৯৮	

সহযোগী সংস্থা নয় এমন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর আওতাধীন "হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প"-এর আওতায় নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের জন্য সাব-সেক্টর ও ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২টি ব্যাচে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৬০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণ

অতি সম্প্রতি পিকেএসএফ-এর মূলধারায় ১৮ জন সহকারী ব্যবস্থাপক এবং প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমে ৫ জন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। ফাউণ্ডেশনের কাজকর্মে প্রাথমিক দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের জন্য ২৬ কর্মদিবসের একটি প্রাক-চাকুরি প্রশিক্ষণ বা Pre-Service Training জুলাই ১৬- ২৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Microcredit Summit 2014 ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

বিগত ৩-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে Merida, Mexico-তে অনুষ্ঠিত Microcredit Summit 2014-এ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিশেষ বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। শীর্ষ সম্মেলনের Plenary session-এ তিনি Ending Extreme Poverty: The Journey of Bangladesh and Sharing Experiences of PKSF বিষয়ে একটি এবং অপর একটি অধিবেশনে The Role of

Government and Networks in the Regulation and Support of MFIs in Bangladesh বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন।

২২-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে নেপালের কাঠমান্ডু-তে Blueberry Hill Charitable Trust (BHCT) কর্তৃক আয়োজিত Innovative Practices Promoting Rural Investment শীর্ষক সম্মেলনে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা সফর কর্মসূচি

২১-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত International Study Visit Program on Rural Banking and Finance শীর্ষক শিক্ষা সফর কর্মসূচিতে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্য-২) জনাব গোলাম তৌহিদ অংশগ্রহণ করেন। Asia-Pacific Rural and Agriculture Credit Association (APRACA) কর্তৃক আয়োজিত একটি সেমিনারে তাঁরা Rural Banking and Finance বিষয়ে Country Paper উপস্থাপন করেন।

ইন্টার্ণশীপ কার্যক্রম

পিকেএসএফ নির্বাচিত বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর ইন্টার্ণশীপ এর আয়োজন করে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়কালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স, যুক্তরাজ্যের দুই জন ছাত্র ইন্টার্ণশিপে অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ কর্মশালা

বিগত ২১-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় দু'দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.কিউ.এম. গোলাম মাওলা। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জনাব শরীফ আহমেদ চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ) সহ কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উভয় ইউনিটের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ৩৭টি সহযোগী সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ। কর্মশালায় ইউনিট দু'টির ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা, সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে বরাদ্দকৃত কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রদর্শনী সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যবহার, সদস্য প্রশিক্ষণ, সংস্থা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদভিত্তিক উপকরণ ক্রয় ও সদস্য পর্যায়ে বিতরণ বিষয়ে নির্দেশনা, সদস্য প্রোফাইল, রিপোর্টিং ফরম্যাট, পুনঃভরণ ফরম্যাট ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

কৃষি ইউনিট এবং প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৭টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ১০.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি ইউনিট-এর আওতায় ৫.৪১ কোটি টাকা এবং প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় ৪.৯১ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দ যেসব খাতে প্রদান করা হয়েছে সেগুলো হলো-বেতনভাতা, প্রদর্শনী খামার, প্রশিক্ষণ, উপকরণ, কৃষি পাঠশালা ইত্যাদি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থা পর্যায়ে বরাদ্দকৃত বাজেট, বাজেট-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ও সদস্য পর্যায়ে কার্যক্রম সঠিকভাবে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত ও আলোচনার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের জুন ২০১৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২৭০৪৫.০১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৮৮৩২৫.৩১ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৮.৮৫ ভাগ। নিচে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)*	**১৭৪০৬৭.৯৫**	**৩৬৫২২.৭৭**
প্রকল্পসমূহ**		
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট (পিকেএসএফ হতে সহ, সংস্থা)	৩৯৪.২৮	১৮১.৯৮
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৬০.৭২	৩৩.৮০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
আরইডিপি-ইসিএল	১৩.০৫	০.০০
আরইডিপি-এমসি	৩১.৭৭	০.০০
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৬.৫৯
ইফাদেপ-১	৭১.২০	০.১৮
ইফাদেপ-২	১৪.৩০	০.০০
জেএমবিএ	১৪.০০	০.০০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
এমএফটিএস	২৬০২.৩০	২২.০৫
এসআরএলপি	৪৯১.৬৫	০.০০
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	১৬৫.৮৫
এমএফটিএসপি (আইডি)	২৪.৪৭	০.০০
এমএফএমএসএফপি (আইডি)	১০.৮৮	০.০০
প্রকল্পসমূহ (মোট)	১৪২৫৭.৩৬	৫০৮.৪৭
সর্বমোট	**১৮৮৩২৫.৩১**	**৩৭০৩১.২৪**

অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ (মিলিয়ন টাকায়) পিকেএসএফ–সহযোগী সংস্থা

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১২-১৩) এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত	ঋণ বিতরণ (২০১৩-১৪) এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত
গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ	৬০২৭.৭০	৬৬৯৪.২০
নগর ক্ষুদ্রঋণ	১৫২২.৩০	১৬২০.৫০
ক্ষুদ্র-উদ্যোগ	৪৫৬৯.২০	৫১২৭.৪০
অতিদরিদ্র	১৬৭৫.৯০	২০২৮.১০
মৌসুমী	৬০৯৩.৩০	৭৩০৯.৩০
কৃষি ঋণ	৩৬২১.০০	৩৩৪১.৩০
ডিএমএল	২৬.৮০	৮৫.০০
সমৃদ্ধি	১৫৫.২০	৯৫.৫০
প্রাতিষ্ঠানিক	২.৮১	২.১৫
লিফট	৭১.৯১	১২১.৫৭
কেজিএফ	৭৪০.০০	৬২০.০০
মোট	**২৪৫০৬.১২**	**২৭০৪৫.০১**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুন ২০১৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১৮৪.৬০ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ১৭৪৬.৪৮ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯১.২২। জুন ২০১৪ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৮.১৩ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.২২ জনই মহিলা।

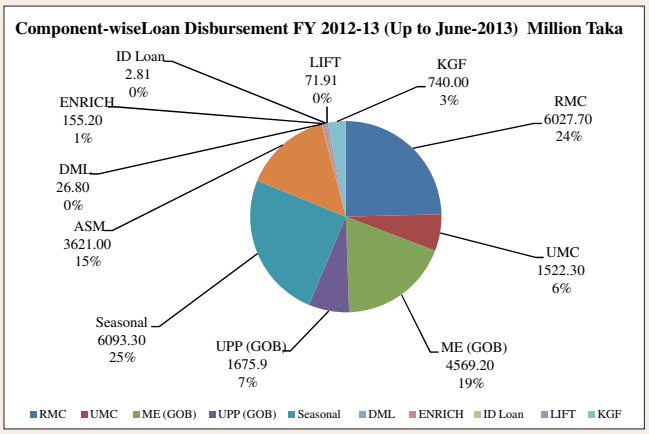

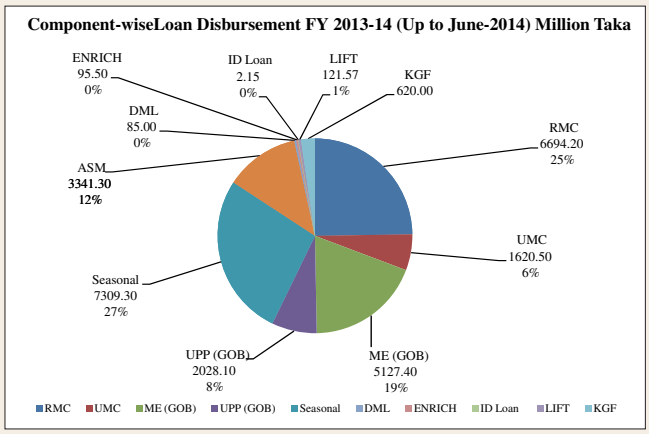

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
মিজ. নিহাদ কবির	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : জনাব মোঃ আবদুল করিম
ড. জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য : সাদিয়া শহীদ
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

সেমিনার | ২০১৫-উত্তর টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা: বৈশ্বিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপট

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) নিয়মিতভাবে সমসাময়িক বিভিন্ন জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। বিগত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে **২০১৫-উত্তর টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা: বৈশ্বিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপট** শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হক অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নজীবুর রহমান এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিজ. পলিন টেমেসিস সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তিনি বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আগামী ১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs)-র বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে যা ২০৩০ সাল নাগাদ শেষ হবে। SDGs প্রণয়নের সময় বিভিন্ন মাত্রার ১৪টি সূচক, যেমন-খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনমান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে। ড. আহমদ বলেন, SDGs-র একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন।

ইউএনডিপি-র কান্ট্রি ডিরেক্টর মিজ. পলিন টেমেসিস বলেন, ২০১৫-উত্তর আলোচনায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি নেতৃত্ব প্রদানকারী দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত। তিনি সহস্রাব্দ উন্নয়নের বিভিন্ন লক্ষ্য (দারিদ্র্য, লিঙ্গ, শিক্ষা, মাতৃ-মৃত্যু, শিশু-মৃত্যু, এইচআইভি-এইডস এবং অন্যান্য রোগ) পূরণে বাংলাদেশের অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। G77-এর তিনটি মূল বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তার কথাও মিজ. পলিন উল্লেখ করেন। যার মধ্যে রয়েছে- জলবায়ু পরিবর্তন, বৈষম্য এবং অভিবাসন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নজীবুর রহমান MDGs ও SDGs সম্পর্কে বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য সফল ও ফলাফলভিত্তিক করতে হলে সরকারি সেবা খাতে (MDGs হতে SDGs-র ক্ষেত্রে) দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। তিনি বলেন, OEWG সংলাপে বাংলাদেশী কর্মকর্তা ও মধ্যস্থতাকারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের রাজনীতি শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, কিভাবে সামাজিক প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য তত্ত্বের বিবর্তন হয়েছে এবং এই তত্ত্বের গঠনে রাজনীতি কেন প্রধান ভূমিকা পালন করে। MDGs বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলো আজ বিস্মিত।

মুক্ত আলোচনায় সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জনাব নোমান বলেন, সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে একটি ভিত্তিরেখা থাকা উচিত।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের গোলাম মোস্তফা দুলাল বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত।

WARPO-এর নিলুফার ইয়াসমিন বলেন, লক্ষ্যসমূহের মধ্যে স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

পরিবেশ অধিদপ্তর-এর জনাব সুলতান আহমেদ ১৭টি লক্ষ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সমাপনী ভাষণে সভাপতি মহোদয় বলেন, দেশের যেসব মানুষের সমস্যা চিহ্নিতকরণের সুস্পষ্ট ধারণা ও সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে ভাবনা রয়েছে, তাদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারীরা খুব ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে দরকষাকষির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালাতে পারে।